দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...12 OCT 1987...
পৃষ্ঠা... ...5... কলাম...3...

272

শিক্ষাঙ্গন

শিশু পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

দেশের সত্যিকারের নাগরিকের উপর নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন। আমাদের দেশে ১০ কোটি মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৮১ লাখই হলো ১৫ বছরের কম বয়সী। এদের ৯১.২% ভাগ অর্থাৎ ৪ কোটি ৩৮ লাখই হলো গ্রামের অধিবাসী। দেশ জুড়ে যে সীমাহীন সমস্যা বিরাজমান সে সমস্যায় তারাও মারাত্মক শিকার। জীবনধারণের অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি এদের শিক্ষা জীবনেও সমস্যার অন্ত নেই। দেশের ৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় ১ কোটি ৬৩ লাখ শিশুর মধ্যে ৭২ লাখই বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া। অধ্যয়নরত ৯১.১৫ লাখের মধ্যে ঝরে পড়ার পালা বিভিন্ন কারণে প্রকট। এখানে আরো উল্লেখ্য, বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া ৭২ লাখ শিশুর প্রায় দু'তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪৮ লাখই হলো মেয়ে। আর নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে এ ঝরে পড়ার প্রবণতা অনেক বেশী।

অন্যদিকে, বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৯১.২ লাখ শিশুদেরও অন্তহীন সমস্যার মধ্যে লেখাপড়া করতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষাপকরণের অভাব। পাঠ্য বইয়ের অভাবে এ বয়সেই এদের নানাভাবে বিব্রত হতে হয়। বইয়ের সাথে ব্যাপক পরিচয়ের সুযোগ এদের জীবনে খুবই কম।

বইয়ের সে বিচিত্র জগতের মধ্যে একটি শিশুর যে জল্পনা-কল্পনা বেড়ে উঠে— এ হতভাগ্য গ্রামীণ সমাজে সে সুযোগ কোথায়? নেই বই, নেউ পাঠাগার, নেই এই পড়ার সুযোগ-সুবিধা। যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে, সামর্থ্য আছে, স্বাচ্ছন্দ আছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আর যাদের সামর্থ্য নেই, তারা দেশের ৯৫% ভাগ হতভাগ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী হতে আগত। তাদের অনেকেই এ বয়সে কোন না কোন কাজে জীবিকার জন্য নিয়োজিত। যারা কোনরকমে বিদ্যালয়ে যেতে সমর্থ হয়, তাদের জন্যে শিশু মানসিকতার খোরাক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পাঠাগার ও পাঠাগারভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ এদের জীবন হতে অনেক দূরে।

কাজেই, এ অবস্থায় উপজেলা পর্যায়ে শিশু পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হলে শিশুরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক বই পাঠ করে ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করবে। আর শিশুদের সাহিত্য সভায় বা যে কোন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত করতে পারলে শিশু মনে দেখাদেখি আগ্রহ জন্মাবে। এ ব্যবস্থার আওতায় শিশুদের মধ্যে পাঠের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাদের মধ্যে ছবি আঁকা কিংবা হাতের কাজের উৎসাহ দেখা যাবে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ জীবনে কত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উপযুক্ত পরিচর্যা, লালন ও চিহ্নিতকরণের অভাবে সবার অলক্ষ্যে ঝরে যায়। উদ্যোগ ও কর্মসূচীর অভাবে জাতীয় জীবনে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়— তার হিসেব কে রাখে? উপজেলা পর্যায়ে শিশু পাঠাগার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেতিবাচক এযাবত শিশু উন্নয়নের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মোটামুটি শহরেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থাৎ দেশের ৯১.২ ভাগ শিশু তার সুফল থেকে বঞ্চিত আছে। উপজেলা পর্যায়ে শিশু পাঠাগার স্থাপিত হলে এ অবাঞ্ছিত বৈষম্য নিরসনপূর্বক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে।

পরিশেষে, কবির ভাষায় বলা যায়, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা/ সব শিশুদের অন্তরে।' —কবির এ ললিত বাণীটি শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, বাস্তবেও সত্য। আজকের শিশু আগামী দিনের সুযোগ্য নাগরিক। এদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে অর্থনীতিবিদ, দক্ষ প্রশাসনিক আর প্রতিভাবান কালজয়ী পুরুষ ও নারী। সে জন্য চাই উপযুক্ত প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ, উপুক্ত শিক্ষা এবং সঠিক যত্ন। উপজেলা ভিত্তিক শিশু পাঠাগার স্থাপনে প্রয়োজন বহুলাংশে মিটাবে এর মাধ্যমে শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেলে অবশ্যই প্রতিভাবানরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ হতে মাতৃভূমির জন্য সুনাম বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

—মোঃ আবদুস সাত্তার